হিন্দুধর্মে ঈশ্বর

হিন্দুধর্ম মূলতঃ বেদনির্ভর, সেইজন্য হিন্দুধর্মাবলম্বীরা বহুদেবতার পূজারী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তারা মনে করে এই বহু দেবতা এক পরম সত্তার প্রকাশ। এর প্রামাণ্য গ্রন্থ ঋগ্বেদে এই বহু দেবতাকে একই পরম সত্তার প্রকাশ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেজন্যই ম্যাক্সমুলার সাহেব বেদের ঈশ্বরবাদকে বহু ঈশ্বরবাদ না বলে বরং বহু ঈশ্বরের এক পরম সত্তায় মিলন বলার পক্ষপাতী।

বৈদিক যুগোত্তীর্ণ কালে দেবতার এই সংখ্যা তেত্রিশ কোটিতে পৌঁছালেও হিন্দুরা এই অসংখ্য দেবতার মধ্যে মূলতঃ শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য ও গণেশ--এই পাঁচটি দেবতারই উপাসক। হিন্দুধর্মে ভক্তগণ আবার একই পরমেশ্বরের প্রকাশরূপে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকর্তারূপী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের পূজারী। একই ঈশ্বর হলেন--সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকর্তা। এই ঈশ্বর হলেন একইসঙ্গে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। ইনি হলেন এমন সত্তা যিনি নিজের মধ্যে থেকেই জীব-জগতকে সৃষ্টি করেন এবং তাদের মধ্যেই নিজেকে প্রকাশ করেন।

হিন্দুধর্মে এই পরমেশ্বরকে এক পরম পুরুষরপে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি একই সঙ্গে জগতের অন্তর্বর্তী ও বহির্বর্তী। অর্থাৎ তিনি বিশ্বব্যাপী হয়েও বিশ্বাতীত। এই পরম পুরুষ সমগ্র বিশ্বজগতকে ধারণ করে আছেন। তাঁর এক সহস্র মস্তক, এক সহস্র নয়ন ও এক সহস্র চরণ। তিনি সমগ্র বিশ্বকে আবৃত করে রেখেও তার থেকে দশ আঙুল বেশী জায়গায় অবস্থান করেন। তাঁর চারভাগের এক ভাগ আছে বিশ্বজগতজুড়ে, বাকি তিনভাগ আছে অমৃতলোকে।

হিন্দুধর্মে এই পরমেশ্বরকে কখনো কখনো 'ভগবান' বলে আখ্যায়িত করা হয়। কেননা তিনি ষড়ৈশ্বর্যের অধিকারী। এই ষড়ৈশ্বর্য বলতে বোঝায় ছ'টি ঐশ্বর্যপূর্ণ গুণকে। এগুলি হল যথাক্রমে--রাজকীয় মহিমা, সর্বশক্তিমানতা, সর্বগৌরবান্বিততা, অপার সৌন্দর্য, অসীম ও অনন্ত জ্ঞান, ষটরিপু থেকে মুক্তি ইত্যাদি।

ঈশ্বর রাজকীয় মহিমায় মহিমান্বিত। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে তিনি, 'হস্তপদাদিবিহীন অথচ ক্ষিপ্র, চক্ষুবিহীন অথচ দৃষ্টিবান, কর্ণবিহীন কিন্তু শ্রুতিমান; জগতের সকলের হস্তপদচক্ষুকর্ণ দ্বারা তিনি ভোজন, চিন্তা ও কর্ম করেন; সবকিছুকে জ্ঞেয়রূপে গ্রহণ করেও নিজে কোন জ্ঞানের জ্ঞেয় নন।'

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান কেননা তিনি এই জগতের সকল শক্তির উৎস এবং জগতের এমন কিছু নেই যা তাঁর শক্তিকে সীমিত করতে পারে। সেইজন্য গীতায় বলা হয়েছে, 'যে তেজ সূর্য থেকে সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করে ও যে তেজ চন্দ্রে ও অগ্নিতে আছে তা ঈশ্বরেরই অনন্ত শক্তির অংশ।' ঈশ্বরের গৌরবের শেষ নেই। তিনি আবার পরম সুন্দর। জগতের সমস্ত কিছুর মধ্যে সঙ্গতিই ঈশ্বরের সৌন্দর্যের প্রকাশক। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, তাঁর জ্ঞান দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাঁর জ্ঞান

Scanned with CamScanner

অনন্ত। তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা হলেও তিনি কিন্তু পূর্ণ। তিনি তাঁর কোন অভাব পূরণ করার জন্য যে জগৎ সৃষ্টি বা ধ্বংস করেন তা নয়। ঈশ্বর মানুষের মত কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কর্ম করেন না। তাঁর কর্মে কোন আসক্তি থাকে না। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপ তাঁর কর্ম হল তাঁর লীলা।

তিনি যদিও সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কর্তা তবুও তিনি অমৃতের সন্তানরূপী মানুষকে স্বাধীনতা দান করেছেন। কিন্তু এই স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ নয়, ঈশ্বরের দ্বারা সঙ্কুচিত। স্ব স্ব কর্মফলহেতু মানুষ যে যে চরিত্রের অধিকারী হয় সেই সেই চরিত্রের স্বভাব অনুযায়ী ঈশ্বর মানুষকে স্বাধীনতা দান করেছেন। ঈশ্বর পরম করুণাবশতঃই এইরূপ স্বাধীনতা দান করেন।

ঈশ্বর এই জীব জগতের নৈতিক শাসনকর্তা ও কর্মফলদাতা। তিনিই যে কর্মবাদকে হিন্দুধর্মে 'অদৃষ্ট' বলে তাকে পরিচালিত করেন। বিধাতারূপী ঈশ্বরই সততার সঙ্গে সুখকে এবং অসততার সঙ্গে দুঃখকে সংযুক্ত করেছেন। তিনিই আমাদের রক্ষাকর্তা ও পরিত্রাতা। ঈশ্বরে যার পরম ভক্তি তিনি তাকে রক্ষা করেন। তিনিই জগতের পিতা অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ এবং তিনিই মাতা অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ। এই ঈশ্বরই জগতের গতি, প্রভু, শুভাশুভদ্রষ্টা, রক্ষক, স্রষ্টা ও সংহর্তা--সবই।

হিন্দুধর্মে ঈশ্বর জীবাত্মা, পরমাত্মা উভয়ই। তিনি জগতের অন্তর্বর্তী, অতিবর্তী উভয়ই। গীতায় বলা হয়েছে, সমস্ত ভূত ঈশ্বরে অবস্থিত কিন্তু তাদেরকে ছাড়িয়েও ঈশ্বরের ব্যাপ্তি। অর্থাৎ তাঁর ব্যাপ্তি জগতেরও অতীত। তিনি বিশ্বানুগ হয়েও বিশ্বাতিগ। এর অর্থ হল, ঈশ্বর কোন গুণবিশিষ্ট না হয়েও সগুণ।

এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, ঈশ্বর সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা সর্বেশ্বরবাদ নয়, একেশ্বরবাদ। সর্বেশ্বরবাদ বলতে বোঝায়, এ জগতে যা কিছু অস্তত্বশীল সবই ঈশ্বর এবং ঈশ্বর মানেই জগতে যা কিছু আছে সেই সব কিছুর সমগ্রতা। হিন্দুধর্মমতে এই জগতে যা কিছু অস্তিত্বশীল সবই ঈশ্বরের মধ্যে কিন্তু ঈশ্বর এই জগতকে অতিক্রম করেও অস্তিত্বশীল। ঈশ্বর সম্পর্কিত হিন্দুদের এই মতবাদকে বরং সর্বধরেশ্বরবাদ বলা যেতে পারে। কারণ ঈশ্বর এই জগতের সমস্ত কিছুকে ধারণ করলেও তিনি সে সকল কিছুর সমগ্রতা নন, তিনি তারও অতিবর্তী।

Scanned with CamScanner